এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB
অঙ্গনা

আর্থিক সাক্ষরতা প্রশিক্ষণ

আর্থিক উন্নতি ও নিরাপত্তার জন্য আর্থিক সাক্ষরতা

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB
অঙ্গনা

আর্থিক সাক্ষরতা

আর্থিক সাক্ষরতা বা সহজ ভাষায় আর্থিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা আজকের যুগে সকল নাগরিকের জন্য খুবই দরকারী। অর্থের সঠিক ব্যাবহার, আর্থিক সেবা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন বিষয়ের প্রাথমিক ধারণা আমাদের সকলেরই থাকতে হবে।

আর্থিক সাক্ষরতার অন্তর্ভুক্ত বিষয় সমূহঃ

- বাজেট তৈরি
- আয়-ব্যায়ের হিসাব রাখা
- সঞ্চয় করা
- সুবিধা মত বিনিয়োগ করা

আর্থিক সাক্ষরতার লক্ষ্যঃ

নিজের অর্থের সঠিক ব্যস্থাপনা করা এবং নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি।

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB অঙ্গনা

ডিজিটাল আর্থিক সাক্ষরতা

সারা পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশেও সব কিছু ডিজিটাল হচ্ছে। অর্থাৎ সব কিছুতে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। সেরকমই আমাদের আর্থিক বিষয়গুলোও প্রযুক্তি নির্ভর হচ্ছে এবং আর্থিক সেবা আরো সহজে পাওয়া যাচ্ছে। তাই আমাদের কিছু ডিজিটাল আর্থিক জ্ঞানও থাকতে হবে যাতে আমরা সহজেই এই সেবা গুলো ব্যাবহার করতে পারি এবং নিজেদের অর্থকে নিরাপদ রাখতে পারি।

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB
অঙ্গনা

আর্থিক পরিকল্পনা

সাধারণভাবে, একজন মানুষের বর্তমান ও সম্ভাব্য আয়ের উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য ব্যয় (সাধারণ ও বিশেষ) এবং সম্ভাব্য সঞ্চয়ের আগাম হিসাব প্রস্তুতকরণকেই আর্থিক পরিকল্পনা বলা হয়। বিশেষ ব্যয় বলতে আমরা বিশেষ পরিস্থিতির কারণে উদ্ভূত আকস্মিক ব্যয়কে বুঝি। যেমন: হঠাৎ অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি।

আয় বুঝে ব্যয় করাই মূলতঃ আর্থিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB অঙ্গনা

যেভাবে সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা করা যায়-

- নিজ নিজ আর্থিক অবস্থার মূল্যায়ন করা;
- কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আর্থিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা চিহ্নিত করাসহ আর্থিক প্রয়োজনীয়তাকে বিভিন্ন মেয়াদে ভাগ করা;
- প্রতিটি প্রয়োজনের বিপরীতে সপ্তাহে/মাসে কত সঞ্চয় করতে হবে তা হিসাব করা;
- মেয়াদ অনুযায়ী সম্ভাব্য প্রত্যেক প্রয়োজনের বিপরীতে অর্থসংস্থান করা;
- নিয়মিত নিজের সঞ্চয়ের পর্যালোচনা করা এবং মাস শেষে সঞ্চয়ের হিসাব করা;
- আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় হিসাবের জন্য আর্থিক ডায়েরি ব্যবহার করা এবং
- অনুমোদিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয় করা।

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB অঙ্গনা

বাজেট

আয় ও ব্যয়ের সঠিক পরিকল্পনাই হল বাজেট। সঠিক বাজেট ব্যবস্থাপনা তথা আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার মাধ্যমে সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা করা যায়।

ব্যক্তিগত বাজেট করার প্রক্রিয়াঃ

- ✓ নিজের আয় নির্ধারণ
- ✓ মাসিক খরচের তালিকা প্রণয়ন
- ✓ আবশ্যিক ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয় নির্ধারণ
- ✓ আয় ও ব্যয়ের পার্থক্য নিরূপণ
- ✓ পরিবর্তনশীল ব্যয়সমূহ সমন্বয় করণ
- ✓ সঞ্চয়ের অর্থ দিয়ে করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- ✓ প্রক্রিয়াটির সাথে অভ্যস্ত হওয়া এবং আর্থিক ডায়েরি পরিচালনা করা

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

আর্থিক ডায়েরি

সাধারণত প্রতিদিনের আয়-ব্যয়ের হিসাব যে খাতা/ডায়েরিতে লিখে রাখা হয়, সেটাকেই আমরা আর্থিক ডায়েরি বুঝি। এছাড়া, কম্পিউটার বা মোবাইলের মাধ্যমেও ভার্চুয়াল আর্থিক ডায়েরি পরিচালনা করা যায়।

আর্থিক ডায়েরি রাখার প্রয়োজনীয়তা কি?

আর্থিক ডায়েরি আর্থিক পরিকল্পনা করতে সহায়তা করে। প্রতি মাসে কত টাকা প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে ব্যয় হচ্ছে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। পরবর্তীতে খাত ভেদে খরচ এড়ানো বা কমানোর মাধ্যমে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে ভবিষ্যৎ আর্থিক প্রয়োজন পূরণে সক্ষমতা অর্জন করা যায়।

আর্থিক ডায়েরি

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB
অঙ্গনা

সঞ্চয়

সাধারণত: আয় হতে সব ধরণের খরচ/ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থকেই আমরা সঞ্চয় বুঝি। জীবনের নানা প্রয়োজন মেটাতে বা আকস্মিক দুর্ঘটনা মোকাবিলায় আমাদের সঞ্চয় থাকাটা খুব জরুরী। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে তখন অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য আমাদের ঋণ করতে হয় বা অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়। এরকম পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সঞ্চয়ের কোনো বিকল্প নেই।

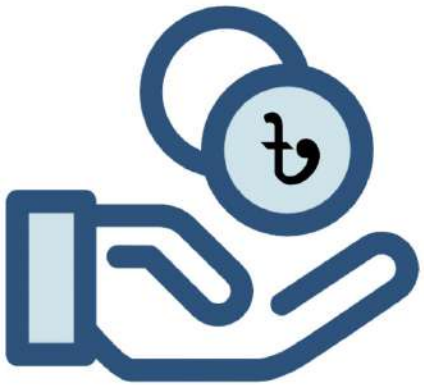

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB অঙ্গনা

যেসব ক্ষেত্রে সঞ্চয় উপকারে আসেঃ

- রোগ-শোক বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত আকস্মিক দুর্ঘটনায়;
- ফসল-হানি, অগ্নিকান্ড, সংঘর্ষ ইত্যাদির কারণে;
- সন্তানের উচ্চশিক্ষায় বিদেশ গমন উপলক্ষে;
- সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের (বিয়ে-শাদি) ব্যয় নির্বাহে;
- ধর্মীয় আচার পালনে (যেমন হজ, তীর্থ যাত্রা ইত্যাদি);
- বার্ধক্য-কালে (কর্ম-ক্ষমতাহীন অবস্থায়) ;
- প্রয়োজনীয় কিন্তু দামী ব্যবহার্য দ্রব্যাদি/মেশিনারি (ফ্রিজ, টিভি বা কৃষি কাজের উপকরণ ইত্যাদি) কিনতে;
- আপৎকালীন যে কোনো ঘটনা মোকাবেলায়।

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB অঙ্গনা

সঞ্চয় যেভাবে করা যায়

জীবনধারণের জন্য প্রতিদিনের একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় করার পর দিনান্তে বা সপ্তাহান্তে বা মাস শেষে টাকা জমিয়ে রেখে আমরা সঞ্চয় করতে পারি। প্রতিদিন আমরা এমন অনেক ধরণের ব্যয় করে থাকি যা আপাত:দৃষ্টিতে অত্যাবশ্যকীয় মনে হলেও সেসব ব্যয় কমিয়ে আনলে আমাদের পক্ষে সঞ্চয় করা সহজ হয়। সেজন্য আমাদের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বা কম প্রয়োজনীয় ব্যয় এর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে।

প্রয়োজনীয় ব্যয়:

- ✓ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী (চকলেট, চিপস্ ইত্যাদি ব্যতীত)
- ✓ বাসস্থান (বাসা ভাড়া, ইউটিলি বিল ইত্যাদি)
- ✓ জামা-কাপড় (নিত্য প্রয়োজনীয় কাপড়, স্কুল ড্রেস ইত্যাদি)
- ✓ শিক্ষা (শিক্ষা উপকরণ, স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি ইত্যাদি)
- ✓ চিকিৎসা (যে কোনো ধরণের চিকিৎসা ব্যয়)

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB অঙ্গনা

তিনটি সহজ উপায়ে সঞ্চয় করা যেতে পারে :

১. খরচ কমিয়ে: বিবাহ-উৎসব, বিলাস ভ্রমণ বা আপ্যায়নে খরচের বাহুল্য কমিয়ে।

২. খরচ আপাতত না করে: অত্যাবশ্যক না হলে মোটরসাইকেল, গাড়ি, দামী স্মার্ট ফোন, নতুন গহনা, জমকালো পোশাক ইত্যাদির জন্য আপাতত খরচ না করে এবং

৩. খরচ বাদ দিয়ে: অতিরিক্ত চা পান পরিহার; পান/সিগারেট বা তামাক জাতীয় দ্রব্য গ্রহণের অভ্যাস পরিহার।

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB
অঙ্গনা

সঞ্চয়ের টাকা কোথায় রাখা নিরাপদ ও লাভজনক?

আমরা বিভিন্ন উপায়ে সঞ্চয়ের টাকা সংরক্ষণ করি। যেমন: আলমারিতে, মাটির ব্যাংকে, বালিশ-তোশকের নিচে ইত্যাদি। এভাবে বহুদিন টাকা রাখলে টাকা বিভিন্ন উপায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেমন: ইঁদুরে কাটতে পারে, বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, আগুনে পুড়ে যেতে পারে, চুরি হয়ে যেতে পারে।

হাতের কাছে থাকায় ভোগ-বিলাসে বা অপ্রয়োজনে যেকোনো সময় খরচও হয়ে যেতে পারে।

বাড়িতে টাকা সঞ্চয় করলে আমরা তেমন লাভবান হবো না। কেননা ঘরে টাকা রাখার ফলে তা বৃদ্ধি পাবে না বরং কারণে-অকারণে টাকা ব্যয় বা বেহাত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সঞ্চয়ের টাকা কোথায় রাখা নিরাপদ ও লাভজনক?

টাকা সঞ্চয়ের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হলো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সাধারণত ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলে টাকা রাখা নিরাপদ। কেননা ব্যাংকে আমানত রাখলে তা একদিকে যেমন সুরক্ষিত থাকবে, সময়ের সাথে সাথে পরিমাণেও বাড়বে (সুদ/মুনাফা সহকারে) এবং প্রয়োজনে যে কোনো সময় তা উত্তোলনও করা যাবে।

এছাড়া, সরকারের বিভিন্ন সঞ্চয়পত্র বা বন্ডে বিনিয়োগ করাও নিরাপদ ও লাভজনক। এছাড়া আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব খুলেও নিরাপদে টাকা সঞ্চয় করা যায়।

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB অঙ্গনা

সঞ্চয়ের মেয়াদ বেশি হলে কি লাভ বেশি হয়?

হ্যাঁ। সঞ্চয়ের মেয়াদ যত বেশি হবে অর্থাৎ যত বেশি দিন ধরে টাকা জমানো হবে, সঞ্চয়ের পরিমাণ তত বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং চক্রবৃদ্ধিহারে লাভের পরিমাণও বেশি হবে। স্বল্পমেয়াদী সঞ্চয়ের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয়ে লাভ তাই সবসময়ই বেশি।

বিভিন্ন মেয়াদের জন্য সঞ্চয় করা যেতে পারেঃ

- স্বল্পমেয়াদী (১ থেকে ১২ মাস পর্যন্ত)
- মধ্যমেয়াদী (১ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত)
- দীর্ঘমেয়াদী (৫ বছরের বেশি)

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB অঙ্গনা

ব্যাংকিং ও ব্যাংক হিসাব

ব্যাংকের গ্রাহক হতে হলে একটি হিসাব খুলতে হয়। ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট ফরমে যাচিত তথ্য, স্বাক্ষর, ছবি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমাদান এর মাধ্যমে একজন গ্রাহক তার নিজ নামে/প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাব খুলতে পারবেন। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে একটি স্বতন্ত্র নম্বর প্রদান করা হয় যা তার ব্যাংক হিসাব বলে পরিচিত।

সবাই কি ব্যাংকে হিসাব খুলতে পারবে?

হ্যাঁ, মানসিকভাবে সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবেন। এছাড়া, সরকার অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত অপ্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের কমবয়সী) শিক্ষার্থীরা এবং রেজিস্টার্ড এনজিও এর সহায়তায় কর্মজীবী শিশুরাও ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবেন।

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB
অঙ্গনা

ব্যাংক হিসাব থাকার উপকারিতা কি?

- প্রথমত জমানো টাকা নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে;
- যখন প্রয়োজন জমানো টাকা উত্তোলন করা যায়;
- হিসাবে জমা টাকার উপর ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা/সুদ পাওয়া যায়;
- অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো জায়গায় টাকা পাঠানো যায়;
- বিভিন্ন ধরনের বিল (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস, স্কুল ফি, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি) পরিশোধ করা যায়;
- সঞ্চয়ী হিসাব থেকে এক বা একাধিক মেয়াদি আমানত খোলা যায় যা অধিক লাভজনক;
- মেয়াদি আমানত এর কিস্তি/ ইনস্যুরেন্স এর প্রিমিয়াম প্রদান করা যায়;
- ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে বা গৃহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ/আগাম গ্রহণ সহজ হয়;
- বিশ্বের যে কোনো স্থান থেকে প্রেরিত রেমিটেন্স সহজে উত্তোলন করা যায়;
- সরকারি ভাতার টাকা গ্রহণ করা যায়।

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB অঙ্গনা

ব্যাংক হিসাব খুলতে কি কি প্রয়োজন হয়?

- নির্দিষ্ট আবেদনপত্র পূরণ;
- আবেদনকারীর দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি;
- নমুনা স্বাক্ষর (আবেদনকারী কর্তৃক ব্যাংক কর্মকর্তার সম্মুখে স্বাক্ষর করতে হবে);
- মনোনীত নমিনি/উত্তরাধিকারীর (নমিনি একাধিক হতে পারবেন) এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি,যা হিসাব-ধারী কর্তৃক সত্যায়িত হবে;
- আবেদনকারী ও নমিনির জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)/পাসপোর্ট/ জন্ম-নিবন্ধন সাথে অন্য একটি বৈধ ছবিযুক্ত আইডি কার্ড এর ফটোকপি;
- আবেদনকারীর টিআইএন (TIN) সার্টিফিকেট এর ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে/যদি থাকে);
- আয়ের উৎস সম্পর্কিত প্রামানিক দলিল/ ঘোষণাপত্র;
- সম্ভাব্য লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য।

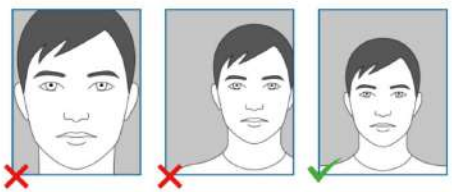

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB অঙ্গনা

বিভিন্ন ধরনের আমানত হিসাব

চলতি আমানত হিসাবঃ প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যবসা বাণিজ্যে লেনদেনের উদ্দেশ্যে এ ধরনের হিসাব খোলা হয়। এ ধরনের হিসাবে প্রতিদিন একাধিকবার টাকা জমা / উত্তোলন করা যায় এবং আমানতের উপর সামান্য পরিমাণ সুদ / মুনাফা দেয়া হয়।

- এমটিবি পার্সোনাল রিটেইল অ্যাকাউন্ট
- এমটিবি কারেন্ট ডিপোজিট

সঞ্চয়ী আমানত হিসাবঃ ব্যক্তি নামে খোলা হয়। কোন ধরনের চার্জ ছাড়াই টাকা জমা করা যায় এবং সপ্তাহে নির্দিষ্ট সংখ্যক বার উত্তোলন করা যায়। আমানতের স্থিতির উপর ভিত্তি করে ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়ান্তে সুদ / মুনাফা প্রদান করে।

- এমটিবি রেগুলার সেভিংস অ্যাকাউন্ট
- এমটিবি অঙ্গনা সেভিংস অ্যাকাউন্ট

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB অঙ্গনা

মেয়াদি আমানত হিসাবঃ একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত টাকা জমা রাখার জন্য এ ধরনের হিসাব খোলা হয়। এই আমানতের থেকে সঞ্চয়ী আমানতের তুলনায় বেশি সুদ / মুনাফা অর্জন করা যায়।

- এমটিবি ফিক্সড ডিপোজিট

পুনরাবৃত্ত আমানত হিসাবঃ মেয়াদী আমানত হিসেবে একবারে টাকা জমা রাখতে হয়। অন্যদিকে পুনরাবৃত্ত আমানতে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত মাসে-মাসে বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে টাকা জমা করা যায় যা মেয়াদান্তে সুদ/মুনাফাসহ সমূদয় টাকা উত্তোলন করা যায়।

- এমটিবি ব্রিক বাই ব্রিক (ডিপিএস)
- এমটিবি অঙ্গনা ডিপিএস
- এমটিবি লাখপতি (ডিপিএস)
- এমটিবি মাইক্রো ডিপিএস (বিকাশ অ্যাপে পরিচালিত) ও
- এমটিবি অঙ্গনা মাইক্রো ডিপিএস (বিকাশ অ্যাপে পরিচালিত)

২৫০ টাকা থেকে মাসিক সঞ্চয় শুরু

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB অঙ্গনা

শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাংকিং বা স্কুল ব্যাংকিং

বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো স্কুল ব্যাংকিং। শৈশব থেকেই সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা ও আধুনিক ব্যাংকিং প্রযুক্তির সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত করানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৮ বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ব্যাংকিং অনুমোদন করে।

- এমটিবি জুনিয়র অ্যাকাউন্ট (১৮ বছরের নিচের শিক্ষার্থীদের জন্য)
- এমটিবি গ্রাজুয়েট অ্যাকাউন্ট (১৮-২৮ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য)

১০০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB
অঙ্গনা

১০ টাকা ব্যাংক হিসাব (নো-ফ্রিল হিসাব)

সমাজের প্রান্তিক ও সুবিধা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাশ্রয়ী মূল্যে ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion) কার্যক্রমের আওতায় অনুমোদিত ব্যাংক শাখায়, উপশাখায় বা এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট-এ মাত্র ১০ (দশ) টাকা প্রাথমিক জমা-করণের মাধ্যমে যে ব্যাংক হিসাব খোলা হয়, সেটাই ১০/- টাকা ব্যাংক হিসাব নামে পরিচিত। ইংরেজিতে এ ধরনের ব্যাংক হিসাবকে No-Frill Accounts (NFAs) নামে অভিহিত করা হয়।

এ ধরনের হিসাব খুলতে ও পরিচালনা করতে কোনো চার্জ বা ফি নেয়া হয় না।

➢এমটিবি সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট

১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB অঙ্গনা

এই হিসাব খুলে কি কি ব্যাংকিং সেবা পাওয়া যাবে ?

১০/- টাকায় খোলা ব্যাংক হিসাবটি একটি সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসাব। সাধারণ সব ধরনের ব্যাংকিং সেবা এই হিসাবের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব।

- টাকা জমানো ও উত্তোলন;
- রেমিটেন্স গ্রহণ;
- অন্য গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবে টাকা প্রেরণ/পাওনা পরিশোধ;
- ঋণের টাকা উত্তোলন ও পরিশোধ;
- ইউটিলিটি বিল পরিশোধ;
- ভাতার টাকা বা সন্তানের বৃত্তি/উপবৃত্তির টাকা গ্রহণ ইত্যাদি।

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB অঙ্গনা

কোথায় ১০ টাকা ব্যাংক হিসাব খোলা যাবে?

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত যে কোনো ব্যাংক এর শাখা/উপশাখা/এজেন্ট আউটলেট অথবা ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোনো একসেস পয়েন্ট (Access Point) থেকেও ১০/- টাকা ব্যাংক হিসাব খোলা যাবে।

ব্যাংকের উপশাখা আর এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটঃ

ব্যাংকের উপশাখা ব্যাংকের শাখার ন্যায় সীমিত জনবল দিয়ে পরিচালিত ও সীমিত পরিসরে ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদান করে। আর এজেন্ট হলো সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক নির্বাচিত ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে সীমিত পরিসরে ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদান করা হয়। তবে উভয় চ্যানেলই বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত।

কেওয়াইসিঃ ব্যাংক হিসাব খোলার সময় গ্রাহককে একটি নির্দিষ্ট ছকে নিজের তথ্যাদি পূরণ করে ব্যাংকে জমা দিতে হয় । সেটাই কেওয়াইসি।

ই- কেওয়াইসিঃ ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণ করে এনআইডি (NID) ভেরিফিকেশন / বায়োমেট্রিক / আইরিস পদ্ধতিতে গ্রাহক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিই হলো ই- কেওয়াইসি।

ব্যাংকে না গিয়েও কি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে?

হ্যাঁ। বর্তমানে ব্যাংকে না গিয়েও কোনো ব্যাংকের অ্যাপ ব্যবহার করে হিসাব খোলা সম্ভব। ই-কেওয়াইসির মাধ্যমে ডিজিটাল উপায়ে এ ধরনের ব্যাংক হিসাব খোলা হয়।

- এমটিবি সিম্পল (MTB Simple)
- এমইজি (Measy)

বিনিয়োগ

লাভের আশায় সঞ্চয়ের টাকা কোথাও ব্যবহার / লগ্নি করাকেই সাধারণ অর্থে বিনিয়োগ বলা হয়। যেমনঃ জমি বা ফ্ল্যাট কেনা, ব্যবসায় খাটানো, ব্যাংকে স্থায়ী আমানত করা, সঞ্চয়পত্র / বন্ডে বিনিয়োগ , স্বর্ণ ক্রয়, শেয়ার ক্রয় ইত্যাদি।

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB অঙ্গনা

ঋণ

যখন আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হয়, তখন বাড়তি ব্যয় মেটানোর জন্য আত্মীয় / প্রতিবেশী বা ব্যাংক থেকে শর্তসাপেক্ষে টাকা ধার করতে হয়, সেটাই ঋণ বলে পরিচিত।

ঋণ গ্রহণে সতর্ক হওয়া উচিত কেন?

যেহেতু ঋণের অর্থ সুদ / মুনাফা-সমেত পরিশোধ করতে হয়, সেহেতু ঋণ নেয়ার পূর্বে ঋণের টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হবে কিনা তা বিবেচনা করে ঋণ করা উচিত।

কি ধরনের কাজের জন্য ঋণ গ্রহণ করা সমীচীন?

আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডের জন্য ঋণ নেয়া উত্তম। তবে প্রয়োজনে সন্তানের উচ্চশিক্ষা বা বাসগৃহ নির্মাণের জন্যও ঋণ নেয়া যায়।

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB অঙ্গনা

কোথা থেকে ঋণ গ্রহণ করা উত্তম?

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করা উত্তম । এছাড়া, নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতেও ঋণ গ্রহণ করা নিরাপদ।

ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার উপায়

- ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হলে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কাছে ঋণের উদ্দেশ্য জানিয়ে আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রে দেয়া তথ্য ও সংযুক্ত কাগজপত্র ব্যাংক যাচাই বাছাই করে এবং গ্রাহকের ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা যাচাই করে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর করবে।
- ঋণ নেয়ার টাকার পরিমাণের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ / মুনাফা ধার্য করা হয়। এছাড়া আরও কিছু সার্ভিস চার্জ / ফি দিতে হয়।
- বড় অংকের ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি জামানত হিসেবে রাখতে হয়।

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB অঙ্গনা

ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদত্ত অন্যান্য আর্থিক সেবাঃ

- কটেজ, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি (CMSME) উদ্যোক্তাদের জন্য আমানত ও ঋণ সুবিধা।
- নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আমানত ও ঋণ সুবিধা।
  - এমটিবি অঙ্গনা বুনন
  - এমটিবি অঙ্গনা ভিত্তি
  - এমটিবি অঙ্গনা আভা
- প্রান্তিক কৃষক ও প্রান্তিক অন্যান্য হিসাব-ধারীর জন্য ঋণ সুবিধা
- শ্রমজীবী প্রবাসী / অনাবাসীদের জন্য আর্থিক সেবা ও বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনের সুবিধা।

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB অঙ্গনা

শ্রমজীবী প্রবাসী /অনিবাসীদের জন্য আর্থিক সেবা

- ব্যাংকের অনুমোদিত ডিলার শাখায় বৈদেশিক মুদ্রায় অনিবাসী চলতি ও মেয়াদি জমা হিসাব পরিচালনা করতে পারেন (যা অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীদের জন্যও উন্মুক্ত) ।
- বিদেশ সফর শেষে প্রত্যাগত নিবাসীরা সঙ্গে আনা অব্যবহৃত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকের অনুমোদিত ডিলার শাখায় রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট হিসাবে জমা করতে পারেন।
- প্রবাসী আয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার পাশাপাশি এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমেও বাংলাদেশে রেমিটেন্স করা যায়, বর্তমানে এই রেমিটেন্সের সাথে সরকার ঘোষিত প্রণোদনার অর্থও পাওয়া যায়। বাংলাদেশে ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের যে কোন পন্থা (যেমন অবৈধ হুন্ডি কার্যক্রম) অবলম্বন মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় দণ্ডনীয় অপরাধ।
- বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীরা টাকায় সরাসরি ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন। এছাড়াও প্রবাসী/অনিবাসী বাংলাদেশী ও অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীরা বাংলাদেশে টাকায় সরকারি ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন।

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

ডিজিটাল আর্থিক সেবা পরিমণ্ডল

- বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস – ব্যাচ (BACH)
- বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক – বিইএফটিএন (BEFTN)
- রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট সিস্টেম – আরটিজিএস (RTGS)
- ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ বাংলাদেশ – এনপিএসবি (NPSB)
- অটোমেটেড টেলার মেশিন – এটিএম (ATM)
- পয়েন্ট অব সেলস – পজ (POS)
- ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড – (Debit Card, Credit Card)
- ভার্চুয়াল ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড – (Virtual Debit Card, Credit Card)
- প্রিপেইড কার্ড – (Prepaid Card)
- ক্যুইক রেসপন্স – কিউআর QR (Bangla QR)
- ক্যাশ বাই কোড – (Cash by Code)

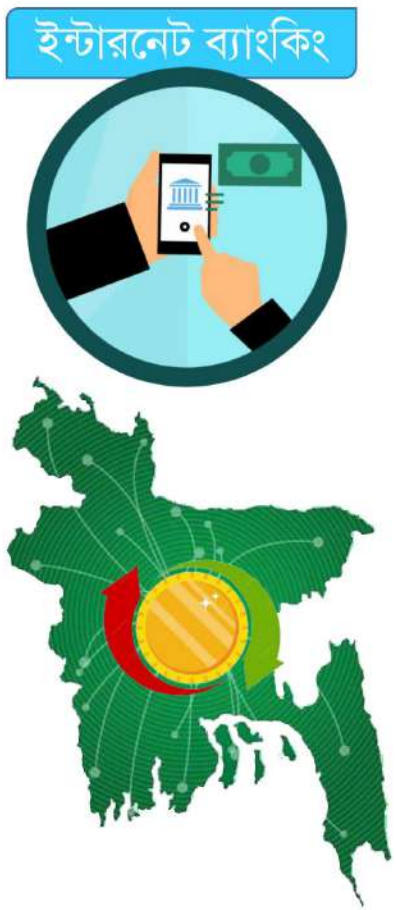

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB অঙ্গনা

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস অ্যাকাউন্ট) হিসাব কি?

রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরের বিপরীতে অর্থ লেনদেনের জন্য যে হিসাব খোলা হয় সেটিই এমএফএস হিসাব। এ ধরনের হিসাবে গ্রাহকের টাকা ইলেকট্রনিক উপায়ে জমা থাকে।

এমএফএস অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য কি কি কাগজপত্র দরকার হয়?

- এমএফএস হিসাব খোলার জন্য যে কোন অপারেটরের একটি সক্রিয় ও রেজিস্টার্ড সিম, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ও গ্রাহকের সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি দরকার।
- তবে ইলেকট্রনিক উপায়ে মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করেও এ হিসাব খোলা যায়। সেক্ষেত্রে ক্যামেরা-যুক্ত মোবাইল সেট ব্যাবহার করে গ্রাহকের ছবি তুলে এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের ছবি তুলে আপলোড করে তাৎক্ষণিক-ভাবে এ হিসাব খোলা যায়।

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB অঙ্গনা

এমএফএস এর মাধ্যমে কি কি সেবা পাওয়া যায়?

- ক্যাশ-ইন (টাকা জমা)
- ক্যাশ-আউট (টাকা উত্তোলন)
- মার্চেন্ট পেমেন্ট
- ইউটিলিটি বিল প্রদান
- স্কুল ফি পরিশোধ
- বৃত্তি/উপবৃত্তি বা ভাতার টাকা গ্রহণ
- অনলাইন এবং ই-কমার্স পেমেন্ট
- ব্যাংক হিসাবে অর্থ প্রেরণ বা ব্যাংক হিসাব হতে অর্থ গ্রহণ
- বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থ (রেমিটেন্স) গ্রহণ
- ঋণের অর্থ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধ
- ইনস্যুরেন্সের প্রিমিয়াম পরিশোধ
- ক্রেডিট কার্ড এর বিল পরিশোধ

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB অঙ্গনা

আর্থিক সেবা গ্রহণে নাগরিক সচেতনতা

- প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক লেনদেন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই **বাংলাদেশ ব্যাংক বা রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান** কি না যাচাই করতে হবে;

- অল্প সময়ে অতিরিক্ত মুনাফা/সুদের লোভে **অনুমোদিত ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান, মোবাইল অ্যাপ, বা ব্যক্তির** সাথে আর্থিক লেনদেন বা বিনিয়োগ করা যাবে না;

- ব্যাংক হিসাবের গোপন তথ্য যেমন: **হিসাব নম্বর/স্থিতি, চেক বই, কার্ড নম্বর, পিন নম্বর, পাসওয়ার্ড/গোপন নম্বর অথবা ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ড/মোবাইল/ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে পিন/গোপন নম্বর** ইত্যাদি অন্য কাউকে দেয়া যাবে না। প্রয়োজনীয় পিন/পাসওয়ার্ড স্মরণ রাখতে হবে;

- কাউকে **ফাঁকা (টাকার এমাউন্ট না লিখে) চেক দেয়া যাবে না**;
- ব্যাংকিং সংক্রান্ত যে কোনো দলিলে স্বাক্ষর প্রদানের ক্ষেত্রে **ভালোভাবে পড়ে, বুঝে তবে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে**; গ্যারান্টর বা জামিনদার হওয়ার পূর্বে বা ঋণের বিপরীতে তৃতীয় পক্ষ বন্ধক প্রদানের ক্ষেত্রে শর্তাবলী/নিয়মাবলী সঠিকভাবে জেনে নিতে হবে;
- **ক্যাশ কাউন্টার ছাড়া** ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে কোন ধরনের লেনদেন করা যাবে না এবং কাউন্টার ত্যাগের পূর্বে প্রতিটি লেনদেনের রশিদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কম্পিউটার জেনারেটেড) যথাযথভাবে বুঝে নিতে হবে;
- **অনলাইনে ব্যাংকিং সেবা** উপভোগ করার মাধ্যমে ব্যাংকে না গিয়ে ঘরে বসে ব্যাংকিং সেবা নেয়া নিরাপদ ও সাশ্রয়ী;

- সোশ্যাল মিডিয়া (যেমন: ফেসবুক)/মোবাইল/ই-মেইলে বন্ধু সেজে দেশ/বিদেশ হতে **গিফট বা পার্সেল প্রেরণের প্রস্তাব, চাকরি দেয়ার প্রলোভন, অধিক মুনাফা প্রদান বা স্বল্পমূল্যে পণ্য সরবরাহের প্রস্তাব, লটারির পুরস্কার ও অলৌকিক ধন-সম্পদ প্রাপ্তি**সহ বিভিন্ন প্রলোভনে কখনোই কাউকেই **অ্যাকাউন্ট এর তথ্য বা টাকা প্রেরণ অথবা মোবাইল ওয়ালেট এর গোপনীয় তথ্য অথবা ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড এর পিন বা পাসওয়ার্ড** সংক্রান্ত তথ্য দেয়া যাবে না;

- ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাস্টমার কেয়ার এর কর্মকর্তা সেজে ফোন করা হলে কোনো অবস্থাতেই নিজের হিসাব সংক্রান্ত **গোপনীয় তথ্য (পিন/পাসওয়ার্ড) অন্য কাউকে দেয়া যাবে না**। মনে রাখতে হবে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা মোবাইল ব্যাংকিং এর কাস্টমার কেয়ার থেকে কখনোই গ্রাহকের কাছে এসব তথ্য চাওয়া হয় না;

- **বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি গ্রাহকের সাথে কোনো ধরণের ব্যাংকিং করে না**। এ ধরনের কোনো প্রলোভনে প্ররোচিত হওয়া যাবে না।

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB অঙ্গনা

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ

- হুন্ডি কার্যক্রম দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। **অবৈধভাবে অর্থ প্রেরণ ও অর্থ গ্রহণ বা এ ধরনের কাজে সহায়তা-করণ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।**

- ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে রেমিটেন্স আনয়নের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে সরকার ঘোষিত আকর্ষণীয় প্রণোদনা গ্রহণ করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া ও দেশের উন্নয়নে অংশীদার হওয়ার সুযোগ আছে।

- **বৈদেশিক মুদ্রার অননুমোদিত ক্রয়-বিক্রয়, অনলাইন গেমিং ও ভার্চুয়াল মুদ্রা (বিটকয়েন, রিপল, ইথুরিয়াম, মোনেরো ইত্যাদি)-এর অবৈধ লেনদেন থেকে বিরত থাকতে হবে।** বাংলাদেশে এ ধরনের লেনদেন অনুমোদিত নয় বিধায় এ কার্যক্রমে প্রতারণার শিকার হলে প্রতিকার পাওয়া যাবে না।

- **ঘুষ, দুর্নীতি, প্রতারণা, জালিয়াতি,** ইত্যাদি অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ গোপন করার প্রয়াসে আর্থিক চ্যানেলে লেনদেন বা এতদসংক্রান্ত কার্যক্রমে সহায়তা করা মানিলন্ডারিং অপরাধ। এছাড়া, বৈধ বা অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ পাচার বা এ ধরনের কাজে সহায়তা করাও মানিলন্ডারিং অপরাধের অন্তর্ভুক্ত।

- **মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট অভিযোগ** থাকলে তা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে **info.bfiu@bb.org.bd** ই-মেইল ঠিকানায় জানিয়ে প্রতিকার লাভ করার সুযোগ রয়েছে।

- উপরোল্লিখিত বেআইনি কর্মকাণ্ড এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এ উল্লেখিত অপরাধসমূহ সংঘটন বা সংঘটনে সহযোগিতার জন্য **জরিমানা ও বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তির বিধান রয়েছে।**

- **ঘুষ, দুর্নীতি, মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদসহ** সকল আর্থিক অপরাধ প্রতিহত করে অপরাধ-মুক্ত দেশ গড়তে সবাইকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে।

অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

তফসিলি ব্যাংক ছাড়াও দেশে কার্যরত সকল অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (Non-Bank Financial) নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ৩৫টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর অফিশিয়াল ওয়েবসাইট হতে অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা জানা যাবে।

অনুমোদিত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) হলো বাংলাদেশে কার্যরত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন্ প্রতিষ্ঠান হতে আর্থিক সেবা গ্রহণ করা নিরাপদ?

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) অনুমোদিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হতেও আর্থিক সেবা গ্রহণ করা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। তবে এসব ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ব্যাংক এর ন্যায় বড় পরিসরে আর্থিক সেবা প্রদানে সক্ষম নয়। এছাড়া, একটি ব্যাংক হিসাব খুলে যত ধরনের আর্থিক সেবা গ্রহণ করা সম্ভব তা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হতে পাওয়া সম্ভব নয়।

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB অঙ্গনা

ব্যাংকে সঞ্চয় ও আর্থিক লেনদেনের সুবিধা

- সহজেই ব্যাংকে হিসাব খোলা যায়;
- ব্যাংকের শাখা, উপ-শাখা, এজেন্ট সেন্টার এবং মোবাইল অ্যাপ্লকেশন এর মাধ্যমে সহজেই আর্থিক লেনদেনের সুবিধা;
- নুন্যতম অর্থ দিয়ে ব্যাংক হিসাব খোলা ও সঞ্চয় করার সুবিধা;
- আর্থিক প্রয়োজনে সহজ শর্ত ও সুদে ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা;
- বিভিন্ন ধরনের সরকারি সেবা ব্যাংকের মাধ্যমে গ্রহণের সুবিধা;
- সহজে ও নিরাপদে রেমিটেন্স প্রাপ্তির সুবিধা;
- যুগোপযোগী ও আধুনিক আর্থিক সেবা প্রাপ্তির সুযোগ।

এমটিবি
স্বনির্ভর অঙ্গনা
তোমার স্বপ্ন পূরণের বাহক

MTB
অঙ্গনা

ধন্যবাদ